তিলোত্তমা স্মার্টসিটির জলবন্দিদশা

বিমান চন্দ্র সাহা

জলমগ্ন আগরতলাকে কীভাবে আংশিক জলমুক্ত করা যায় এ নিয়ে আগেও অনেকবার সংবাদ-পত্রে বিশিষ্টজনদের নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছে। তবে কেউ নির্দিষ্টভাবে সমাধান দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি কিংবা আমরা সবাই দিশেহারা। সরকার পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ইচ্ছা যে ছিল না তা কিন্তু ঠিক নয়। কারও কারও পরামর্শে কিছু কিছু কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সেইসব পরামর্শে কুফল কী হতে পারে বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার বা প্রকৌশলীদের যারা অবসর নিয়েছেন তাদের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন তারা মনে করেন না। চাকরিরত অবস্থায় কারও কারও মতামত গণ্য করা হতো। তারা আজ ইতিহাসের পাতায়। আগরতলা স্মার্ট শহর হতে হলে তার কী কী অত্যাবশ্যক তা নিয়ে প্রথমে লেখা প্রয়োজন। স্মার্ট হতে হলে— ১) অত্যাধুনিক রাস্তাঘাটের পরিকাঠামো, ২) স্বচ্ছ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, পয়ঃপ্রণালী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে করতে হবে, ৩) বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ৪) পর্যাপ্ত স্কুল কলেজ ও তার পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ৫) নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬) ট্রাফিক ব্যবস্থার ভঙ্গুর অবস্থার দূরীকরণ, ৭) দৈনন্দিন বাজার হাট সুনির্দিষ্ট স্থানে মানুষের সুবিধার্থে স্থাপন করা, ৮) যত্রতত্র রাস্তার উপর দৈনন্দিন বাজার হাট বসতে না দেওয়া, ৯) আগরতলা শহরকে অত্যাধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড চন্দ্রপুরে এবং রাধানগরে, বটতলা বাস স্ট্যান্ড নাগেরজলায় নেওয়া হয়েছে। এখন ভাবা হচ্ছে হাপানিয়া নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড ও বটতলাকে অটোরিক্সার জন্য ছেড়ে দিয়ে যানজট করা হলো তা বোঝা যায় না।

এতসব লেখার অর্থ কারও ক্ষতি করা নয়, রাজনৈতিক লাভালাভের কথা চিন্তা না করে আগরতলা শহরকে কীভাবে সুন্দর করা যায় তা চিন্তা করা। ব্যক্তিগত জীবনে আমেরিকার বড় বড় শহর যথা ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলডেলফিয়া, শিকাগো, নিউজার্সি, টেক্সাসের ডালাস শহর দেখেছি। সব শহরেই মানুষের বিনোদনের জন্য পার্ক, ফাঁকা জায়গা, নির্দিষ্ট আকারে বর্তমান। কিন্তু ছোট শহর আগরতলায় বড় বড় দালান বাড়ি তৈরি করা হয়েছে কিংবা হবে। শিশু উদ্যানকে আর শিশু উদ্যান না বলাই ভালো। রাজনৈতিক লাভালাভের কথা ভেবে আগরতলা শহরকে কতিপয় লোকের স্বার্থে বা ব্যবসার খাতিরে বা বেকার সমস্যা মেকি সমাধানের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। এই নিয়ে কারও সম্বন্ধে অর্থাৎ রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করতে রুচিতে বাঁধে। তবে একটা কথা বলতে হয় স্মার্ট সিটি বানাতে গেলে যে মানসিকতা দরকার তা আমাদের নেই বললেই চলে। স্মার্ট সিটির মূল সমস্যা জল নিষ্কাশন নিয়ে বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকছে। যাতে তার প্রকৃত গুরুত্ব পায়।

আগরতলা শহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে কী করণীয়। তার আগে বলতে হয় ত্রিপুরার মহারাজা আগরতলা শহর যখন পত্তন করেছিলেন তখন কি ভেবেছেন, সেদিকে কখনো কোন আলোকপাত হয়নি বা কারোর মতো জ্ঞান আমাদের নেই। আগরতলা শহরকে বাঁচাতে স্বর্গীয় মহারাজা সুসংহত পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছেন। সেই স্কিম ধরে যখন হাঁটব তখন আগরতলার দুর্দশা অনেক কমে যাবে। আগরতলা শহরকে অনেকে কচ্ছপের পিঠের সাথে তুলনা করেন। এই বলে সান্ত্বনা দেন বা পাওয়ার চেষ্টা করেন যে আগরতলা শহর এইভাবে জলের উপর ভাসবে, যা অনেককে ভেনিস শহরের কথা মনে করিয়ে দেবে। শাসন ক্ষমতায় যারা আছেন তারা উচ্চস্তরে ডামাডোল পিটিয়ে বলে থাকেন আগরতলা শহর তিন চার ঘন্টার বেশি জলমগ্ন থাকে না। আমরা অনেক কিছু করছি, আর বেশি কিছু করার নেই। বনমালীপুরের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, কমপক্ষে ১২ ঘন্টা জলবন্দি অবস্থায় থাকতে হয় এখানে। এবার প্রায় ২৪ ঘন্টা। কেন এ দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। কমপক্ষে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারতেন।

মহারাজের কী স্কিম ছিল? আগরতলা শহরে জল নিষ্কাশন হবে মূলতঃ হাওড়া নদী ও কাটাখাল দিয়ে। হাওড়া নদীর বেড লেভেল দিনকে দিন উপরে উঠছে। জল ধারণের ক্ষমতা কমে গেছে। প্রায় নেই বললেই চলে। কাটাখালেরও একই অবস্থা। কাটাখাল মূলত করা হয়েছে চন্দ্রপুর, কাশীপুর অংশের জল বলদা খাল দিয়ে কাটাখালে যাবে। তারপর বাংলাদেশের তিতাস নদীতে মিশে যাবে। সেই কাটাখাল এখন মৃত্যুপথযাত্রী। বেড লেভেল উঠতে উঠতে এমন এক জায়গায় এসেছে যে, জল ধারণের ক্ষমতা নেই বললেই চলে। এদিকে চিন্তাভাবনা না করে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় বস্তিবাসীদের জন্য বাড়িঘর করা হচ্ছে। আবার নতুন নতুন বস্তি গড়ে উঠছে। অনেক সময় দেখা গেছে যাদের বাড়ি আগরতলার বাইরে তারা বস্তিতে এসে বসবাস করতে থাকেন যাতে ভবিষ্যতে পাকা বাড়ি বিনে পয়সায় পেতে পারেন। আগরতলা জল নিষ্কাশনের জন্য আখাউড়া খাল ও কালাপানিয়া খাল বাংলাদেশের আখাউড়া হয়ে তিতাসে মিশে গেছে। শাসন ক্ষমতায় যারা আছেন তারা শহরকে সুন্দর করে সাজাতে আখাউড়া খাল ও কালাপানিয়া খালের উপর কভার্ড ড্রেন করেছেন এবং আরও করবেন। কভার্ড ড্রেন করার পূর্বে চিন্তা করা উচিত ছিল যে ড্রেন যদি পলিভর্তি হয়ে থাকে তা দূর করার মতো ক্ষমতা আগরতলা পুর নিগমের বা আরবান ডেভেলপমেন্টের আছে কিনা! তার উপর আমরা সভ্য দেশের সভ্য নাগরিকগণ ড্রেনে আবর্জনা ফেলে ড্রেন বন্ধ করার কাজে ওস্তাদ। তার উপর কভার্ড ড্রেন করার আগে জল নিষ্কাশনের উপর নির্ভর করে ড্রেনের সাইজ ঠিক করা হয়েছে কিনা! যদি তাই হতো জল নিষ্কাশনের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তাই আমাদের এখন ভাবতে হবে হাওড়া নদীর নাব্যতা কীভাবে বাড়ানো যায়। কাটাখালের নাব্যতা বাড়িয়ে সজীব করে তোলা। তবে এগুলো হবে ব্যয় সাপেক্ষ। রাজ্য সরকার বলে থাকবেন এত ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্প রাজ্য সরকারের ক্ষমতার বাইরে। কেন্দ্রীয় সরকার হাত না বাড়িয়ে না দিলে বর্তমান সরকারের পক্ষে আর এগোনো সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার আগরতলা শহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে কী ভাবছেন তা আগরতলার আপামর জনসাধারণ আশা করে নির্বাচনের পূর্বে এ নিয়ে শাসক দল ও কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপি কী ভাবছেন তা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবে।

আমেরিকা, ব্রিটেন, প্যারিস দেখে বলতে পারি সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি এ নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে বিশেষতঃ ত্রিপুরা রাজ্যে শাসক দল বলছে, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রয়োজন মাফিক টাকা দেয় না। তাই আরও কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও করতে অপারগ। আর কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপি বলছে, 'বর্তমান সরকার দুর্নীতি পরায়ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা নিজেরা আত্মসাৎ করে। সাধারণ জনসাধারণের কথা চিন্তা না করে কীভাবে ক্ষমতায় আসা যায় তার কলাকৌশল ঠিক করে।' এই সমস্ত রাজনৈতিক ভাষ্য জনসাধারণ ভালো চোখে দেখে না। তাই হাওড়া নদীর নাব্যতা বা কাটাখালের সজীবতা ফিরিয়ে আনতে আর কী প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা দরকার। হাওড়া ও কাটাখাল যেহেতু বাংলাদেশের তিতাস নদীতে মিশে গেছে তাহলে নাব্যতা বাড়াতে গেলে বাংলাদেশের অনুমতিও আবশ্যক। প্রয়োজনে বাংলাদেশের অংশে নদীর নাব্যতা বাড়াতে গেলে ব্যয়ভারও ভারত সরকারকে বহন করার কথা চিন্তা করতে হবে।

তাই বলে কেন্দ্রীয় সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন তাও ঠিক নয়। বর্তমান রাজ্য সরকারের কর্ণধারগণ ত্রিপুরা রাজ্যের রেলপথ সম্প্রসারণ করার জন্য গণজাগরণ এনেছিলেন বলে সমস্বরে বলে থাকেন। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের শহরগুলিকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন তা আশা করাই যায়। শোনা যায় উদয়পুর থেকে সোনামুড়া অবধি গোমতীর নাব্যতা বাড়ানোর জন্য ভারত সরকার নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাহলে আগরতলা বা কাটাখালের নাব্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কেন এত কুণ্ঠাবোধ! আমাদের প্রত্যাশা হলো, রাজনৈতিক দলগুলি আগরতলা শহরকে বাঁচাতে প্রকাশ্যে নিজেদের বক্তব্য রাখুন। তাহলে বুঝবো, তারা নিজেদের কথা না ভেবে আপামর জনসাধারণের কথা ভাবছেন। সিটিজেন ফোরাম আগরতলার মানুষকে জলবন্দি অবস্থা থেকে বাঁচাতে মাঝে মাঝে সক্রিয় হচ্ছে। তারাও কনক্রিট প্রস্তাব নিয়ে আসুন। এক্ষেত্রে ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্স এর মতামত অতি আবশ্যিক। কারণ এরা সবসময় হাত বাড়িয়ে বসে আছেন। পরিশেষে বলতে হয়, ছোট ড্রেনগুলি যেভাবে কভার্ড ড্রেন এর সাথে যুক্ত করেছে তার স্লপিং ঠিক আছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। এই সংযোগস্থল পলি জমে বন্ধ অবস্থায় আছে কি না তা দেখা অতি আবশ্যিক। আগরতলার জমে থাকা জল পাম্পের সাহায্যে নিষ্কাশনের প্রয়োজন কতটুকু তা হিসেব নিকেশ করে পাম্পের ক্ষমতা ঠিক করেন এবং কোথায় গিয়ে জল পড়বে তার উচ্চতা ইত্যাদিও ঠিক করা হয়। যেহেতু জল হাওড়া ও কাটাখালে নিষ্কাশিত হয় তাহলে বর্তমানে জল নিষ্কাশনের জন্য পাম্পগুলির ক্ষমতা কতটুকু হবে সেভাবে হিসাব করা প্রয়োজন। বর্তমান পাম্পগুলি আগরতলা শহরে বহুদিন আগে বসানো হয়েছে। পাম্পের ক্ষমতা দিনকে দিন কমতে থাকে। তাই একটা সময় অন্তর পাম্পগুলি পাল্টাতে হয়। সেদিকে কারও নজর নেই। অর্থের অভাবে বছরের পর বছর জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালাতে হয়। এভাবে আগরতলা শহর বানভাসি হতে বাধ্য।

হাওড়া ও কাটাখালের নাব্যতা বাড়ানোর প্রয়োজন কারণ শহরে উত্তর এবং দক্ষিণাংশের জল কাটাখাল এবং হাওড়া নদীর নাব্যতার উপর নির্ভর করে। জিরানীয়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত বন্যা মূলত হাওড়া ও কাটাখালের নাব্যতা না থাকার জন্য হয়। অনেকে ভাবছেন হাওড়া ও কাটাখালের নাব্যতা না বাড়ালে অচিরেই আগরতলা শহর জলের উপর ভাসবে, কোথাও কোথাও একতলা পর্যন্তও জলের তলায় আসবে। তাই সবাই এগিয়ে আসুন এবং আগরতলা শহরকে বাঁচান। নিজেদের সুরক্ষিত রাখুন। শহরের উত্তরাংশের ও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ নিজেদেরকে বাঁচাতে কাটাখাল ও হাওড়া নদীর নাব্যতা বাড়ানোর আবেদন রাখুন। অনেকে ভাবছেন যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতার উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় তাহলে ত্রিপুরাকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হিসেব থাকাই শ্রেয়। সেখানে অন্ততঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থাকত।